তারিখ ... 25.2.80 ...
পৃষ্ঠা ... ... কলাম ...

দৈনিক বাংলা

ইসলামী শিক্ষা ও গবেষণা বিলের সমালোচনা

(স্টাফ রিপোর্টার)

ইসলামী শিক্ষা ও গবেষণা বিল ১৯৮০-এর ওপর বৃহস্পতিবারও জাতীয় সংসদে আলোচনা চলে।

বিরোধী দলীয় সদস্যগণ বিলটির কঠোর সমালোচনা করে দ্বিতীয় দিনও জোরালো বক্তব্য রাখেন। তাঁরা আশংকা প্রকাশ করেন যে এই আইন পাস করে অতীতের ন্যায় ধর্মকে ক্ষমতাসীনদের গদি রক্ষা ও শোষণের [illegible] ব্যবহার করা হবে। যে [illegible] চেতনা-বোধ একাত্তরে জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করে স্বাধীনতা যুদ্ধে অনুপ্রাণিত করেছিল এই আইনের মাধ্যমে তার মূলে আঘাত হানা হবে বলে, তাঁরা

(৩-এর পৃঃ দ্রঃ)

ইসলামী শিক্ষা

(১ম পৃঃ পর)

অভিমত ব্যক্ত করেন। এই আইনে জাতীয় ঐক্যও বিনষ্ট হবে তারা মনে করেন।

গতকাল এই বিলের ওপর আলোচনার সূচনা করে জাসদের জনাব শাহজাহান সিরাজ বলেন যে জনগণের অর্থনৈতিক মুক্তির পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির জন্য এই আইন করা হচ্ছে।

তিনি বলেন অতীতে পাকিস্তানী আমলে দেখেছি ধর্মের নামে জনগণকে শোষণ করা হয়েছে। জনগণের দুর্বার আন্দোলনের বিরুদ্ধে ক্ষমতাসীনরা ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য ধর্মকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছে। ধর্মের নামে জনগণের মৌলিক ও গণতান্ত্রিক অধিকার খর্ব করা হয়েছে।

জনাব শাহজাহান সিরাজ আরো বলেন যে ক্ষমতার সামনে যখন কোন চ্যালেঞ্জ আসে তখনই ধর্মকে ব্যবহার করে স্বৈরাচারী সরকার। ইরানের অভ্যন্তরীণ ঘটনাবলীর উল্লেখ করে জাসদ নেতা বলেন যে ইরানে ইসলামের নামে যা হচ্ছে তা আমরা সমর্থন করতে পারি না। তিনি আরো বলেন যে এই বিল পাস হলে আবার ইসলামের নামে জনগণকে শোষণ করা হবে। এই আইনের মাধ্যমে জনগণকে শোষণ করার ক্ষেত্রে ইসলামকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা যাবে। আবার ধর্মের প্রতি মানুষের সরল বিশ্বাসের সুযোগে মানুষকে ধর্মের নামে শোষণের বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করে জনাব শাহজাহান সিরাজ বলেন, পুনরায় ধর্মের নামে শোষণ-নির্যাতন চালানো হলে এ-দেশের জনগণ অতীতের মতই তা প্রতিহত করবে।

মুসলিম লীগের জনাব সালাহ-উদ্দীন কাদের চৌধুরী বলেন যে এই বিল পাস হলে তা মুসলমানগণকে বিভক্ত করবে। মুসলমানদের মধ্যে ৪টি মাজহাব আছে। তখন প্রশ্ন ওঠবে কোন মাজহাবের ব্যাপারে গবেষণা হবে? এ ধরনের আইন পাস না করে মানুষকে সত্যিকারের ধর্মীয় অনুশাসনে উদ্বুদ্ধ করার আইন করতে তিনি পরামর্শ দেন। তিনি বলেন ইসলাম একটি বাস্তবমুখী ও জীবন্ত ধর্ম। গবেষণার নামে ইসলামকে ঘরে না ঢুকিয়ে ইহার বর্ণ-বিদ্বেষবিহীন মহান ও উদার আলোকে মানুষকে উদ্ভাসিত করে তুলতে তিনি আহ্বান জানান।

মুসলিম লীগের জনাব আলমাস হোসেন বিলটি নীতিগতভাবে সমর্থন জানান। তিনি স্বাধীনতার পর আওয়ামী লীগ সরকারের ধর্মনিরপেক্ষ নীতির কঠোর সমালোচনা করেন। তিনি বলেন যে, ধর্মনিরপেক্ষতার নামে সেদিন ধর্মের ক্ষতি সাধন করা হয়েছিল।

ভারতের আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম থেকে মুসলিম শব্দ বাদ দেয়ার ন্যায় বাংলাদেশেও সলিমুল্লাহ মুসলিম হল ও জাহাঙ্গীর নগর মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় হতে মুসলিম শব্দ বাদ দেয়ার তিনি তীব্র নিন্দা করেন।

এসময় ট্রেজারী ব্যাংকের কোন কোন সদস্য টেবিল চাপড়িয়ে তাঁর বক্তব্যের প্রতি সমর্থন জানান।

ইসলামী শিক্ষা ও গবেষণা বিলের সমালোচনা করে তিনি এ ব্যাপারে বর্তমান সরকারের আন্তরিকতা সম্পর্কে প্রশ্ন রাখেন। এক জায়গায় ইসলামী গবেষণাগার এবং অন্য জায়গায় ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের উদ্যোগের তিনি সমালোচনা করেন জনাব আলমাস হোসেন প্রাথমিক পর্যায়ে বাধ্যতামূলক ইসলামিক শিক্ষা প্রবর্তন, বাংলাদেশকে ইসলামিক রিপাবলিক ঘোষণা এবং সকল ইসলামী অনুশাসনসমূহ ব্যক্তিগত জীবনে অনুশীলন করার মাধ্যমে ইসলামের প্রশ্নে বর্তমান সরকারকে আন্তরিকতার প্রমাণ দিতে তিনি আহ্বান জানান।

আওয়ামী লীগের শ্রী সুধাংশু শেখর হালদার ইসলামী শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট বিল আনয়নের বিরোধিতা করেন। তিনি বলেন যে ১৯৭৫ সালে ইসলামিক ফাউন্ডেশন আইনে ইসলামিক শিক্ষা-সংস্কৃতি দর্শন, ইতিহাস, বিচার ব্যবস্থা, কোরান-হাদিস ইত্যাদি বিষয়ে গবেষণা করার যেসব বিধান রয়েছে বিশ্বে ইসলামের ইতিহাসে এমন উত্তম বিধান আর নেই। তিনি বলেন, ইসলামিক ফাউন্ডেশনে এসব বিষয়ে গবেষণা করা সম্ভব। দেশে ইসলামিক জ্ঞান-বিজ্ঞান বিষয়ে গবেষণার এমন সুযোগ থাকা সত্ত্বেও নতুন করে গবেষণা ইনস্টিটিউট স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল কেন এবং এভাবে ব্যয়ভার বৃদ্ধি করার ব্যাপারে শ্রী হালদার প্রশ্ন রাখেন। ধর্মনিরপেক্ষতার ধ্যান-ধারণা পাল্টানোর প্রয়াসের কঠোর সমালোচনা করে তিনি বলেন যে এটা খাড়া করে টিকিয়ে রাখতে পারবেন না। শ্রী হালদারের বক্তৃতার সময় ট্রেজারী বেঞ্চের কোন কোন সদস্য প্রতিবাদ করে উঠলে তিনি বলেন, আমি কোরান শরীফ পড়েছি, হাদিস দু-একটা মুখস্ত বলতে পারি। তিনি আরো বলেন যে কোরানের প্রথম বাংলা অনুবাদ করেছেন শ্রী গিরিশ চন্দ্র। শ্রী হালদার আরো বলেন যে সংবিধানে 'বিসমিল্লাহ হির রহমানের রহিম' লিখলেও ইসলামের প্রকৃত অনুশাসন ও আদর্শ বর্তমান সরকার পালন করছেন না।

জনাব এ বি এম তালেব আলী (আঃ লীঃ) বলেন যে জনগণকে ইসলামের নামে ভাওতা দেয়ার জন্য এই বিল করা হয়েছে।

তিনি আরো বলেন যে দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রযুক্তিবিদ্যা ও প্রকৌশল এবং বিজ্ঞান গবেষণার যে সুযোগ সুবিধা রয়েছে মাদ্রাসা শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিগণকে সেসব প্রতিষ্ঠানে আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞান ও প্রকৌশল বিষয়ে ট্রেনিং দেয়া সম্ভব। এজন্য নতুন করে ট্রেনিং ইনস্টিটিউট স্থাপনের কোন প্রয়োজন পড়ে না। তিনি বলেন যে ১৯৭২ সালে তাঁর দলের সরকার মদ, জুয়া, ঘোড়া দৌড় ইত্যাদি বন্ধ করে দিয়েছিল। তিনি বলেন আওয়ামী লীগের ধর্মনিরপেক্ষতা অর্থ ধর্মহীনতা নয়। কিন্তু স্বাধীনতা বিরোধী মহল বাংলাদেশের প্রতি মুসলিম দেশগুলিকে বৈরী করে তোলার জন্য ধর্মনিরপেক্ষতা সম্পর্কে বিকৃত প্রচার করেছিল। এবং দেশের ধর্মপ্রাণ মানুষকেও ভুল বুঝিয়েছিল।

আওয়ামী লীগের শ্রী প্রফুল্ল কুমার শীল বলেন যে আরো আগেই এধরনের ইনস্টিটিউশন স্থাপন করা উচিত ছিল। প্রাচীন মুসলিম সভ্যতায় কর্ডোভা, মাদ্রিদ ও স্পেনীয় সভ্যতার জ্ঞান বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে মুসলিম রেনেসাঁর কথা উল্লেখ করে শ্রী শীল বলেন যে বর্তমানে আইনে এ ধরনের কোন উদ্দেশ্য কিংবা রসুলুল্লাহর (দঃ) জীবনাদর্শ সত্যিকারভাবে অনুসৃত হবে কিনা সে সম্পর্কে কোন উল্লেখ নেই। তিনি আরো বলেন যে ইসলামের প্রকৃত অনুশাসন যদি সত্যিকারভাবে পালিত হত তাহলে অমুসলমান নাগরিকগণও সুখে শান্তিতে বাস করতে পারতেন। তিনি প্রস্তাবিত ইসলামিক গবেষণা ইনস্টিটিউটের গভর্নিং বোর্ডে দেশের সকল বিশ্ববিদ্যা[illegible] [illegible] প্রতিনিধি